মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া

নাসিমা সুলতানা

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

মা-মণিকে

সূচি

কিছু ক্রোধ হোক ৯
চাই ১০
দ্বিপ্রহরে ১১
দুঃখ তোমাকে ১২
ভালবাসা ১৩
একদিনের স্বেচ্ছাভ্রম ১৪
পটভূমি নেই ১৫
চণ্ডাল ১৬
কাঁটার মুকুট ১৮
মুই তুকে দেইখ্যে লিবো ২০
আন্তিগোনির আত্মগত বিলাপ ২১
তুই বললি মানচিত্র আমার হবে ২৩
স্থাপত্য ২৪
বোটানিক্যাল গার্ডেন ২৫
একজন নাবিকের স্মৃতিফলক ২৬
ঠাকুর্দার বাড়ি ২৭
চে-র মৃত্যুহীন জামা ২৯
ওঁ নিদ্রায়ৈ নমঃ ৩০
প্রান্তরে ঘুমুচ্ছে মানুষ ৩২
প্রতিপক্ষ ৩৩
অসুখ ৩৪
ভালবাসার ভূমিকা ৩৫
বাঘ ৩৭
৩৮ ঘুমে ছিলাম একা ছিলাম
৩৯ নিদ্রিত মানুষের মুখে
৪০ আলু-পটল-কুমড়ো বিষয়ক
৪১ অসময়ে
৪২ এই রাজধানীতে পুনর্বার
৪৩ বেগুনি ফাউন্টেন ও বিবিধ ত্রিশূল
৪৪ যীশু শুয়ে আছেন সমুদ্রতীরে
৪৫ একটি মৃত্যুর বিবরণ
৪৬ বাবা ও ফুটবল
৪৭ আততায়ী বয়সের কাছে
৪৮ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ শৈশবের প্রতি
৪৯ চলে যাবো বলে যাবো না
৫০ প্রতিশ্রুতি
৫১ ক্ষুধা
৫৩ প্রার্থনার প্রতি প্রথম নিবেদন
৫৪ যুদ্ধ
৫৫ বাবুরা ঘুমিয়ে আছেন
৫৬ মানুষের ভাষা
৫৮ এক মুঠো ভাতের কবিতা
৫৯ নিশানাথের কোদাল
৬১ ভুবনের বাড়ি
৬২ মৃগয়ায় যুদ্ধের ঘোড়া ৬২

কিছু ক্রোধ হোক

একদিন ময়ূর সিংহাসন আমাদের ছিল ভেবে কিছু ক্রোধ হোক এইবার
একটা মারাত্মক কিছু ঘটুক এইবার ।
প্রতিদিন আত্মহত্যা এসে টোকা দেবে দরজায় এমন হয় না
প্রতিদিন প্রাচীন মুখোশ, পরচুলা আর বেল ফুল নিয়ে কেটে যাবে গন্ধময় বিকেল
—এমন হয় না
প্রতিদিন নষ্ট সহবাসে ব্যর্থ হবে জীবন এমন হয় না হয় না!

কিছু ক্রোধ হোক এইবার, ভয়ংকর ঈর্ষায় কাঁপুক ঘরবাড়ি
তারপর ঠিক ঠিক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত মাঠে বুনো জন্তুর মতো
নেমে আসবে দলে দলে
মানুষের পাল
হিংস্র নখরে তারা ফালি ফালি করে ছিঁড়ে দেবে ব্যর্থতা বিষয়ক শব্দগুলি
আর এইভাবে তাদের বুকের কাছে ধীরে ধীরে জেগে উঠবে সোনামুখী ধান
পৌষ-নবান্ন, ইলিশ মাছের ঘ্রাণ, কামরাঙা সুখ
জেগে উঠবে শীতল পাটিতে বসে জুঁই ফুলের মতো সুগন্ধী অন্নের মুঠি ।

একদিন ময়ূর সিংহাসন আমাদের ছিল ভেবে কিছু ক্রোধ হোক এইবার
একদিন গনগনে সূর্যের নিচে পোশাক-আশাক ছুঁড়ে দিয়ে
বলুক সবাই আমাদের আত্মা বদলে দাও প্রভু
আমাদের কিছু ক্রোধ দাও ।

চাই

আমিও চাই এই নিরীশ্বর জীবনের দিকে সহাস্যে আঙুল
তুলে বলি—বেশ আছি সুখে আছি
অন্তত একদিনও অসম্ভব... অসম্ভব... বেঁচে থাকাগুলো
গ্রীবা উঁচু করে দাঁড়াক জানালায়
একদিনও জ্যোৎস্নার মধ্যে বেঁচে থাকুক চাঁদ ও বসন্তের মুণ্ডহীনতা
—আমি ভালবাসার বিষে ডুবে থাকবো বহুক্ষণ, মুখ তুলবো না।
ঘুমের মধ্যে দপ করে জ্বেলে দেবো ফসফরাস অস্তিত্ব, স্বপ্ন দেখবো না।
রাস্তায় যে-কোন লোককে ডেকে অমায়িক বলবো— আপনি কি
সুখে আছেন মশাই?

আমিও চাই, একদিন আমার কামস্পৃহা জ্বলতে থাকুক অনির্বাণ
হুশহাশ উড়ে যাক মদ ও মাগীবাজ ছোকরা
অন্তত একদিনও আমার নিশ্বাসে পুড়ে যাক
তাসের আড্ডার বান্ধবেরা
আমি 'শুভ রাত্রি' বলে তাদের দিকে বাড়িয়ে দেবো হাত,
একদিনও শূন্য ঘরে গমগম করে উঠুক ভগবানের কণ্ঠস্বর
আমি বাসনার ফেনায় আমূল আবৃত হতে থাকবো, মুখ তুলবো না।
ভালবাসার বিষে ডুবে থাকবো বহুক্ষণ, মুখ তুলবো না।

দ্বিপ্রহরে

এমন করে তাকালে কেন তুমি?
আমি কাউকে না-বলে কোনও দুঃখের কাছে না-গিয়ে
দ্বিপ্রহরে খুলে দিলাম দরজা।
দুঃখ আমাকে ভীষণ দুঃখ দিয়ে গেলো
দুঃখ আমাকে বলে গেলো দুঃখ দুঃখ
এমন করে তাকালে কেন তুমি?
উত্তর সমুদ্র থেকে ঝড় এসে অন্ধকার জলে
খুলে দিল আদিম ভাসান

আমি তো চলে যেতেই চাই কাউকে না-জানিয়ে
অনিবার্য পতনের ঘাসবন ভেঙে
তবে কেন এখনও দীর্ঘ সময় ধরে দরজায় কড়া বেজে যায়
তবে কেন এখনও জন্মান্তরের শাঁখ
নাম ধরে ডেকে যায়—'সন্তানের শুভ হোক' বলে!
আমি তো যেতেই চাই... এ খেলা আমার নয়
আমি ঠিক যাবো উজ্জ্বল পরীর মতো নেচে নেচে
অর্জুন গাছের ছায়ায় যেখানে
পবিত্র মানুষের চোখে জ্বলে ওঠে নীলকান্ত ভালবাসা

এমন করে তাকালে কেন তুমি?
এমন ভীষণ ভীষণ দুঃখ দিলে
আমি দুঃখের কাছে গড় হয়ে প্রণাম করিনি
আমি কাউকে না-বলে
দ্বিপ্রহরে শুধু খুলে দিয়েছি দরজা।

দুঃখ তোমাকে

দুঃখ তোমাকে এক উজ্জ্বল রুমাল দিলাম, বাড়ি
ফিরে যাও; আজ থেকে ছাড়াছাড়ি অনন্তকাল
আজ তিনজন পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে অন্ধকারে বসে সিগারেট খাবো
হুইস্কি সহ্য হয় না আমার, অসম্ভব অগ্নিতে পুড়ে যায় দ্বিধা

আমার বুকে তো বাসনা আছে!... অসম্ভব গরম জল আর
বঙ্গোপসাগরের লবণ
একটা কাক যদি ডেকে ওঠে ভরদুপুরে, বলো বাসনা
অসম্ভব নত হবে কিনা!

দেড় মাস চিঠি না-পাওয়ার দুঃখ তুমি
দেড় মাস কবিতা না-লেখার দুঃখ তুমি
দেড় মাস উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের শবযাত্রায় দুঃখ তুমি
দেড় মাস অসহ্য অমরতায় ক্ষয়ে যাওয়া দুঃখ তুমি
—আজ থেকে ছাড়াছাড়ি অনন্তকাল
তোমাকে এক উজ্জ্বল রুমাল দিলাম, বাড়ি ফিরে যাও
আজ তিনজন পুরুষ বন্ধুকে নিয়ে অন্ধকারে বসে সিগারেট খাবো
মৃতদের লুকিয়ে ছিঁড়ে নেবো একটা হিম হাওয়া দুর্বোধ্য বিকেল
বলবো—আহ্ কী সুন্দর বেঁচে থাকা!

ভালবাসা

ভালবাসা ছিল এইখানে
ঘাসের ভেতরে যেন রৌদ্রখচিত নীলা
এই গাছে... বিমুগ্ধ ডালপালা... সবুজ ক্লোরোফিল
নাবালিকা চাঁদ আর অমল পাইনে—ভালবাসা ছিল ।
এইখানে হাত রাখো ভালবাসা হবে ।
ভালবাসা এইভাবে হয়,
বকুল ফুলের মতো দুঃখের ঘ্রাণে ভরে যায় বুক
ভালবাসা হতে হতে চোখের পাতায় পড়ে কলাপাতা রোদ্দুর
ভালবাসা হতে হতে রক্তকরবী গাছে বিমূর্ত জ্যোৎস্না
ভালবাসা হতে হতে ব্রিজের ওপর এক আলোকিত ট্রেন

ভালবাসা এইভাবে হয়,
ধূপের গন্ধ হয়ে ভেসে ভেসে
প্রতিদিন অন্ধকারে, ছায়াময়
সূর্যাস্তের সমস্ত অমিয় মেখে
চিত্রিত শীতলপাটিতে
ভালবাসা বসে থাকে নত মুখে
এইখানে হাত রাখো ভালবাসা হবে ।

একদিনের স্বেচ্ছাভ্রম

একদিন ভুল করে বাড়ি খুঁজে পাবো না, চলে যাবো অন্য পথে
একদিন ভুল করে এক অচেনা ভদ্রলোককে ডেকে বলবো—
'অনেকদিন পর তুই নিরঞ্জন! ভাল আছিস তো?
আয় বসি কোন চায়ের দোকানে।'

একদিন ভুল করে মৃত বন্ধুদের ঠিকানায় চিঠি লিখবো
একদিন ভুল করে পরিচিত কারো অপেক্ষায় বাসস্টপে
দাঁড়াবো বহুক্ষণ

একদিন ভুল করে ঘোরতর স্বপ্নের মধ্যে জানলা খুলে রেখে
শুয়ে থাকবো, ঘুমোবো না
একদিন ভুল করে ঈশ্বরকে মনে রাখবো না

একদিন ভুল করে তোমাকে বলবো—'এই তো কাছেই থাকি
একদিন আসুন না।'

পটভূমি নেই

ক্রমাগত... দেড় মাস দেখে যাচ্ছি এই স্বপ্ন...
ক্রমাগত অবৈধ শূন্যতায় এক কাতর সঙ্গমে ভেসে যাচ্ছে আমার শরীর
....এইভাবে আমার দিবস ও রাত্রির মধ্যে ব্যবধান
এইভাবে জীবনের মধ্যে চাঁদ ও বসন্তের ভাগাভাগি ।

['এসব সহ্য করবো না আমি'—বলে কোন কোন দিন
কল্পনায় শাসাই এক অলীক ঈশ্বরকে
অন্ধকারে তিনি ছুঁড়ে দেন তিক্ত হাসি, ওডিকোলনের গন্ধ ।]

আমার কি শ্বাস-প্রশ্বাস নেই, এভাবে ঝুলে থাকবো অবচেতন নির্ভর,
আমার কি হাত-পা-মাথামুণ্ড কিছুই নেই,
আমি কি স্ত্রীলোক নই? স্বপ্নে ক্রমাগত অপরাধ করে যাবো
ভাল লাগায় উঁচু হতে হতে ছুঁয়ে দেবো মনুমেন্ট!

দেড় মাস ক্রমাগত এইসব দেখে যাচ্ছি
দেড় মাস ক্রমাগত রক্তে শুষে নিচ্ছি গোপন সিফিলিস....
আমার কি রক্তমাংস নেই?
ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই?

আমি কি এভাবে শুয়ে থাকতে চেয়েছি এক দেবতুল্য
পুরুষের সাথে?

['এসব ভালো নয়'—বলে কোন কোন দিন
কল্পনায় শাসাই এক অলীক ঈশ্বরকে
অন্ধকারে তিনি ছুঁড়ে দেন তিক্ত হাসি, ওডিকোলনের গন্ধ ।]

চণ্ডাল

অনন্ত গঙ্গা দাও গঙ্গা
অগ্নি ও জলের মহিমা একমাত্র তুমিই জানো হে চণ্ডাল
অগ্নি মানে বিদ্রোহের রক্ত-ঘাম, ধূপ ও ভস্ম
জল মানে খয়েরি শূন্যতা, নিঃশব্দ চরাচরে একলা বাতাস
মহুয়া ফুলের ঘ্রাণ ।

গঙ্গা দাও হে গঙ্গা
শীতলপাটির সোহাগে লাল রঙ নীরব প্রত্যুষ
টেনে নেবে গভীর উজানে,
সারা জীবন ধরে আমার রক্তে ছিল না আমার রক্ত
লোভ ও ঈর্ষার শীৎকারে, ঘৃণা ও বিষাদের সর্বনাশে
কিছু কাদা ও পাথর লালন করেছি পরম বিশ্বাসে
রক্তমাখা হাতে কত ঝরে গেছে পাষাণ প্রতিমা
শালুক শান্তি ।

গোপনে গোপনে টের পাচ্ছি ফুঁসে উঠছে জল
মাটির নাব্যতা শিকড়ের অন্তর্মুখী টান
চল্লিশ কদম হেঁটে এসে আমি আর ভুলতে পারি না
মানুষের পোড়া গন্ধ, মোচড়ানো চামড়া এবং
শোকের অনিঃশেষ দাহ
তৃষ্ণার্ত জিহ্বার সামনে ভালবাসার লক্ষ-কোটি-অর্বুদ
বিষ!
মিথ্যে মরাল
কী করে অধর ছোঁয়াবো আমি?
ভালবাসার মতন তোমারও মনুষ্যত্ব বৈধ হবে না জানি কোনওদিন
তবু তো জমছে পাথরকুচি, পেশীতে ধরছে টান
কুড়িয়ে নিচ্ছি রাতের পোশাক থেকে এক ধরনের স্বপ্ন-রতি
আঙুরলতার সুবাস—
যাক যাক পদতলে ধর্ম-মোক্ষ-কাম

জল বড় জলের মতন নিজস্ব স্বভাবে অকপট
ধর্মহীন
অনন্ত গঙ্গা দাও গঙ্গা
অগ্নি ও জলের মহিমা একমাত্র তুমিই জানো হে চণ্ডাল
তুমুল হাঁড়িয়া খেয়ে উন্মাতাল—বেহদ্দ ডোমের শরীরে
চন্দন তিলক এঁকে কে আর বলতে পারে
'স্বর্গে যাও মানব স্বর্গে যাও!'

কাঁটার মুকুট

একটি কুকুরের রেগে ওঠা দেখে মনে পড়লো স্বাধীনতার তেরো বছরের ক্রোধ
নোঙর ছেঁড়া শীতে এক গাঁট পুরনো কাপড়ের মতো মুমূর্ষু বন্দীশালায়
একফালি মধ্যরাত
কব্জি ডোবানো রক্তে ভেজা তপ্ত রুটির গন্ধ গায়ে
একটা জন্তুর মতো ভোর গুঁড়ি মেরে নরম লোমশ পায়ে
এগিয়ে আসতে আসতে সূর্যোদয়ের দিকে
ইউরেশিয়ার ম্যাপে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনলাম আমরা ।

অনেকদিন হলো ঘুম ভেঙে তাজা রৌদ্রে পান করা হয়নি
ফোঁটায় ফোঁটায় আমাদের যৌবন
নিঃস্বতার সঙ্গে লড়তে লড়তে ছড়িয়ে গেছে সাবানের মতো নিঃস্বতার ফেনা
আমাদের সামনেই ঘাসের ভেতর ছিল একটা সবুজ ফড়িং
একটা বুড়ো শুঁয়োপোকা
একজন ভূমিহীন চাষীর জীবন
আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম একটা গ্রাম মরে যাচ্ছে
একটা শহর পুড়ছে
নিজের দেশে আমরা ভুলে ছিলাম সবাইকে
আমরা কি অপেক্ষায় ছিলাম লাস্ট ডেজ অফ পম্পাইয়ের মতো শেষ একটি দিনের?

না
দূরদৃষ্টির অভাবে আমরা তিনটির বেশি অক্ষর পড়তে পারিনি কখনোই
আমরা মদ খেতে খেতে চমৎকার গল্প করেছি
পাহাড়চূড়ায় ওঠার গল্প
একশটা ব্লেডে একশবার বিদ্রোহ ঘটিয়ে
ঘুরে এসেছে কেউ কেউ গোটা পৃথিবী বিপ্লবের চটিজুতো পায়ে

স্বাধীনতার তেরো বছর! এভাবে হয় না
আমার দেশে এক শরীর টাটকা রক্তে বোনা হলো ধান
তবু ন্যুইয়র্কে, মিয়ামীর ধু-ধু উপকূলে
বুলেভার মোঁপার্নাসে হাঁটতে হাঁটতে

আমার মনে হয়নি পৃথিবী শূন্যতাময় অন্ধকার গুহা
মানুষ বর্বর
গাছেরা মৃত
মনে হয়নি মাথার ওপর শকুন
চাঁদের দিকে মুখ করে আছে এক বিশালাকার অভুক্ত নেকড়ে
স্বাধীনতার তেরো বছর!

একটি কুকুরের রেগে ওঠা দেখে মনে পড়লো
স্বাধীনতার তেরো বছর শুধুই গোধূলির ওপার দিয়ে যাওয়া
কাঁটার মুকুট হাতে
গোধূলির ওপারে চলে যাওয়া ।